সমকাল

তারিখ 21 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

আন্দোলন হলেও হল হয় না

■ এস এম আল-আমিন

উপাচার্য যান, নতুন উপাচার্য আসেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেন। সবাই আশ্বাস দেন। তড়িঘড়ি করে কমিটিও গঠন করা হয়। চলে চিঠি চালাচালিও। অথচ নতুন হল নির্মাণ হয় না। বেদখল হলগুলো উদ্ধারও হয় না।

২০১২ সালে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর কেরানীগঞ্জে প্রায় ২৫ বিঘা জমি কিনে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস উদ্বোধন করেন। ওই জায়গায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি ছাত্রহল নির্মাণেরও ঘোষণা দেন তিনি। এ ছাড়া গত সাত বছরের আন্দোলনে বর্তমান উপাচার্যের সময়ে প্রভাবশালীদের বাধা পেরিয়ে ১১টির মধ্যে বেদখল দুটি হল উদ্ধার হয়। এসব জায়গায় এখনও নতুন হল নির্মাণে কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। এ ছাড়া তিন বছর আগে 'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব' ছাত্রী হলের নির্মাণকাজ শুরু হলেও এখনও বেজমেন্টের কাজই শেষ হয়নি।

জানা গেছে, সম্প্রতি জঙ্গি দমনের নামে ব্যাচেলর মেসে পুলিশি অভিযানের কারণে বিপাকে পড়েছেন জবির শিক্ষার্থীরা। পুরান ঢাকায় অনেক ব্যাচেলর মেস ছেড়ে দিতে বলেছেন বাসার মালিকরা। এ অবস্থায় নাজিমুদ্দিন রোডের পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারের খালি জায়গায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জাতীয় চার নেতার নামে চারটি আবাসিক হল নির্মাণের দাবিতে গত ২ আগস্ট থেকে ফের আন্দোলন শুরু করেন জবির শিক্ষার্থীরা।

এ প্রসঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান সমকালকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নাজিমুদ্দিন রোডের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের খালি জায়গায় হল নির্মাণের জন্য গত ১৪ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় দাবিটি বিবেচনা করা হবে। এ ছাড়াও ২০১৪ সালে কারাগারের জমি ইজারা চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। এ নিয়ে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়, এমন আন্দোলন থেকে ফিরে আসতে তিনি শিক্ষার্থীদের অনুরোধ জানিয়েছেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫ অনুযায়ী বিলুপ্ত কলেজের সব সম্পত্তি বুঝিয়ে দিতে মুসিহ মুহিত অডিট ফার্মকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ফার্মটির অনুসন্ধানে তৎকালীন কলেজের বেদখল হলগুলোর তথ্য বেরিয়ে আসে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে হল উদ্ধারে বেশ কয়েকটি কমিটি করা হয়।

কমিটির নথিতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পর ২০০৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও বেদখল অন্যান্য সম্পত্তি উদ্ধারে সুপারিশ করতে ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়। ওই বছরের মার্চে তদন্ত কমিটি আনোয়ার শফিক হল, শাহাবুদ্দিন হল, আজমল হোসেন হল, তিব্বত হল ও হাবিবুর রহমান হল বিশ্ববিদ্যালয়কে লিজ দেওয়ার সুপারিশ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৫ মে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হলগুলোর দীর্ঘমেয়াদি লিজের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। ভূমি মন্ত্রণালয় ওই বছর ৯ জুলাই অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নিতে ঢাকা জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেয়। জেলা প্রশাসক ২০১০ সালের ২১ জানুয়ারি আইনগত সুবিধার জন্য হলগুলো লিজের পরিবর্তে অধিগ্রহণের ব্যবস্থা নিতে বলে জবি প্রশাসনকে। এরপরও হল না পাওয়ায় প্রতি বছর আন্দোলনে নামতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

আন্দোলন হলেও হল হয় না

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

গেছে, ২০১১ ও ২০১৪ সালে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ড. হাবিবুর রহমান হল ও নজরুল ইসলাম হল উদ্ধার হলেও তা ব্যবহার উপযোগী করার প্রক্রিয়া এখনও শুরু করেনি জবি প্রশাসন। এ ছাড়া ৩৫ ও ৩৬ প্যারিদাস রোডে ১০ কাঠা জমির ওপর বাণী ভবনের কিছু অংশ বেদখল হয়ে গেলেও বেশিরভাগ অংশ দখল করে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা বসবাস করছেন।

২০১২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জবি ছাত্রলীগের সাবেক আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম আকন্দ ও যুগ্ম-আহ্বায়ক খন্দকার আরিফুজ্জামানের নেতৃত্বে বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত জমিতে দখলদারদের উচ্ছেদ করে 'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হল'-এর ব্যানার টানিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। পরের বছর ২৫ আগস্ট শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বৈঠকে ওই জমিতে এক হাজার ছাত্রীর জন্য ২০ তলা বিশিষ্ট হল নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। ওই বছরের ২২ অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ছাত্রী হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেও কাজের উদ্বোধন হয় ২০১৪ সালের ২০ অক্টোবর। তিন বছর পেরিয়ে গেলেও হলটির একতলার নির্মাণকাজও শেষ হয়নি। অন্যদিকে কেরানীগঞ্জে নতুন কেন্দ্রীয় কারাগারের বিপরীতে জবির নিজস্ব জমিতে ছাত্রদের হল নির্মাণের কথা থাকলেও সেখানে মাটি ভরাটের কাজ শুরু করতে পারেনি প্রশাসন। তাই নতুন হল নির্মাণ না হওয়া, বেদখল হল উদ্ধার এবং উদ্ধার হওয়া হলগুলো ব্যবহার উপযোগী না করায় জবি প্রশাসন ও সরকারকে দায়ী করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

জবি রেজিস্ট্রার ও বেদখল হল উদ্ধারের জন্য গঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কমিটির সদস্য সচিব প্রকৌশলী মো. ওহিদুজ্জামান সমকালকে বলেন, নতুন হল নির্মাণের কাজ শেষ করার আগে পুরনোগুলোর দিকে প্রশাসন নজর দিতে পারছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বেদখল হলগুলো উদ্ধারের দাবিতে ২০০৯ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রথম জোরালো আন্দোলন শুরু হয়। পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষের পর ওইদিন অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এরপর প্রায় প্রতি বছরই হলের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষার্থীরা।